জুলাই হতে সেপ্টেম্বর/২১		অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/২১		জানুয়ারী-মার্চ/২২		এপ্রিল-জুন/২২	
০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২০.০০	৬টি	২০.০০	৬টি	২০.০০	৬টি	২০.০০	৬টি
৫৫.০০	১১টি	৫০.০০	১১টি	৫০.০০	১১টি	৫০.০০	১১টি
১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি
৩.০০	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	২টি	৪.০০	১টি
১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি	১৫.০০	৫টি
৪.০০	১১জন	৪.০০	১১জন	৪.০০	১১জন	৩.০০	৭জন
১০৭.০০	৪০	১০৮.০০	৪০	১০৮.০০	৪০	১০৭.০০	৩৫

এক নজরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার অন্যান্য পরিচিতি ঃ-

খেলাধুলা ও বিনোদন

প্রতি বছর জেলা প্রশাসক ফুটবল টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ও দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগের খেলা হয়। লক্ষীপুরের মানুষের প্রিয় খেলা হচ্ছে হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, ক্রিকেট, ফুটবল। এর মধ্যে ছেলে বুড়ো সবার প্রিয় খেলা হচ্ছে ফুটবল।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

জনাব মুনীর চৌধুরী (শহীদ বুদ্ধিজীবি)
অধ্যাপক কবির চৌধুরী (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)
জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ (বাংলাদেশ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)
অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী পরিষদ সদস্য)
ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর)
কাজী মোতাহার হোসেন (সাহিত্যিক)
ডঃ মফিজুল্যাহ কবির (ইতিহাসবিদ)
জনাব আবুল আহসান চৌধুরী (সার্কের প্রথম মহাসচিব)
জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা (প্রাক্তন রাজনীতিবিদ)
মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান(তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা)
জনাব আ স ম আব্দুর রব (রাজনীতিবিদ)
জনাব আবদুর রব চৌধুরী (সাবেক সচিব ও রাজনীতিবিদ)
জনাব মোঃ রহুল আমিন (সাবেক প্রধান বিচারপতি)
জনাব এম এম রুহুল আমিন (সাবেক প্রধান বিচারপতি)
আনসার উদ্দিন, পিপলস ও স্ট্যান্ডার্স সিরামিক ইন্ডাট্রিজ
সৈয়দ বদরুল আলম উইলস গ্রুপ
কামাল উদ্দিন খান, মিনহাজ গ্রুপ
আলহাজ্ব এম এ হাসেম, সজীব কর্পোরেশন
আলী হায়দার চৌধুরী, বেঙ্গল লেদার
শফিক উল্যাহ নান্টু, নোভা ট্র্যাভেল
মোহাম্মদ আলী খোকন, ম্যাকসন্স গ্রুপ
মোঃ নুরুল আমিন, এম ডি, এন সি সি ব্যাংক লিঃ।

নদ-নদী

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।এই উপজেলার পার্শ্ব দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা নদী। সদরউপজেলার চররমনী ইউনিয়নের প্রায় পুরোটায় মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের মানুষের সাথে নদীর রয়েছে গভীর মিতালী।সদরের চররমনী সহ কয়েকটি ইউনিয়নের মানুয়ের জীবিকা এই মেঘনা নদীর উপরে নির্ভরশীল। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভিতরে কয়েকটি ইউনিয়নে মেঘনা নদীর শাখা রহমত খালী খাল বিরাজমান। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যেগের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে তাই এরা প্রকৃতি গত ভাবেই সাহসী এবং পরিশ্রমী।

প্রাকৃতিক সম্পদ

মেঘনার রূপালী ইলিশ

মৎস্য সম্পদ :

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। একক প্রজাতী হিসাবে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন। দেশের মৎস উৎপাদনে ইলিশের অবদান প্রায় শতকরা ১২-১৩ ভাগ। লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় ইলিশের উৎপাদন প্রায় ১৩৫০০ মে: টন যার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। স্থানীয় চাহিদা পূরন করে ইলিশ মাছ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায় এবং বিদেশে ও রপ্তানী হয়ে থাকে।

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়নের প্রায় ৬৫০০ জেলে রয়েছে তাদের প্রায় ৬০% জেলে সার্বক্ষনিক ভাবে এবং ৪০% খন্ডকালীন সময়ে ইলিশ আহরন করে থাকে। ধরা ছাড়াও বিপনন,পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত করন, নৌকা তৈরীর কাজকরে থাকে,তন্মমধ্যে ১০০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইলিশ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

কৃষি সম্পদ:

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। লক্ষ্মীপুরের মাটি, জলবায়ু ও পানি নানা ধরণের ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এই উপজেলার মোট গৃহস্থালির ৭৫% ই কোন না কোন ভাবে ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। ধান, সয়াবিন,পাট, মারিচ, সারিষা, আলু, বাদাম ও আখঁ এই উপজেলার প্রধান ফসল। এছাড়া লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় সুপারি ও নারিকেলের ব্যাপক চাষ লক্ষ্য করা যায়। আরো আছে প্রচুর পরিমানে ফলজ গাছ দেখা যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, বেল ও আমড়া প্রধান কয়টি স্থানীয় ফল।

<u>পশু সম্পদ :</u>

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় গ্রামীন এলাকায় কৃষিশুমারি ১৯৯৬ অনুযায়ী গাবদি পশু পালন গ্রামীন গৃহস্থালির ৩৬% । ২২২ টি হাঁস মুরগীর খামার ও ১০২ টি পশুসম্পদ খামার লক্ষ্মীপুরকে পশুসম্পদের দিক থেকে উন্নত করেছে।

আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষিত

কর্ম-পরিকল্পনা

প্রত্যাশা ঃ

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তি ভিত্তিক ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ, অবকাঠামো প্রসারণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুযোগ সৃষ্টি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন, সমুন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নত ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন উপজেলা তথা ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যাশা। যেখানে জনসাধারণ স্বচ্ছলভাবে, নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে এবং উপজেলার সকল এলাকার জনগণ অবাধ যাতায়াত ও যোগাযোগ গ্রহণে সক্ষম হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিন যাপন করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদের জনসাধারণের অবস্থা সারা দেশের জনসাধারণের অবস্থা থেকে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্র হ্রাসকরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার জন্য বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন।
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন।
- আপামার জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্টানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সুষ্টি করা।
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণীজসম্পদ, মৎস্য ইত্যদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নিশ্চিতকরণ তথা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা রূপরেখা

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ	অন্যান্য
স্থানীয় অংশে জাতীয় দপ্তর ভিত্তিক প্রকল্প যা বাস্তবায়নযোগ্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে	ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য প্রকল্প	এমপি মহোদয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প
	উপজেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	ব্যাংকিং/ঋণ কার্যক্রম	এনজিও প্রকল্প
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্প জেলা পরিষদের প্রকল্প এলজিইডির প্রকল্প	-	সিভিল প্রকল্প সংগঠন/কমিউনিটি অর্গানাইজেশন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদ প্রথমবারের মতো একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমত : বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্পদের উৎস এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি পরিষদের ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরি করেছে। যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করেছে এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরি করতে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত : উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। অত:পর পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি স্থায়ী কমিটির নিকট থেকে চাহিদা/প্রস্তাবনা করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চতুর্থত: পরিকল্পনা কমিটি বিস্তারিত আতেথ্য ও পরিকল্পনা বইয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন
লাচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অত:পর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি, বেসরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করেছেন। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ খসড়া পরিকল্পনাটি শুনেছেন এবং পুনরায় তাদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছেন।

সম্পদ ও এর উৎস্য ঃ

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল উৎস্য হতে সম্পদ আহরণ করা হবে তা নিম্নরূপ

১. পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
২. রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩. লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচি/বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ
৪. প্রাধিকারপূর্ণ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের অনুদান হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সৃষ্ট তহবিল
৫. ভূমি উন্নয়ন কর ১%
৬. কাবিখা ও কাবিটা
৭. দাতা সংস্থা
৮. বেসরকারি সংস্থা
৯. সমবায়/সমিতি ইত্যাদি।

<u>পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা ঃ</u>

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পর্যায়ের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

উপজেলা বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা যথেষ্ট নয়। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন রূপরেখা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি ও বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে সময় বেশী ব্যয় হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প/খাতওয়ারী অর্থ খরচের শতকরা হার

উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট

ক্র: নং	খাতের বিবরণ	বরাদ্ধের উৎস্য	মোট বরাদ্ধ (টাকায়)	মোট বরাদ্ধ %	মন্তব্য
১.	শিক্ষা উন্নয়ন	উজেডজিপি/ইউজেডপি/ইউপি			ক) ইউজেডপি- খ) ইউজেডপি-
২.	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	-			
৩.	স্বাস্থ্য উন্নয়ন	উজেডজিপি/ইউজেডপি/ইউপি			
৪.	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন				
৫.	দরিদ্র নিরসন পরিকল্পনা	উজেডজিপি/ইউজেডপি/ইউপি			
৬.	কৃষি ও সেচ উন্নয়ন	উজেডজিপি/ইউজেডপি/ইউপি			
৭.	শিল্প ও কুটির শিল্প উন্নয়ন	-			
৮.	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	-			
৯.	যুব, খেলাধূলা ও সংস্কৃতি	-			

পঞ্চম অংশ

উন্নয়ন প্রস্তাব বা কার্যক্রম

স্থায়ী কমিটিভিত্তিক পরিকল্পনা ছক (প্রস্তাবনা) ঃ

উপজেলায় মোট ১৭টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে, প্রতিটি স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক প্রতি ২মাসে ১বার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক উপজেলা সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।